সাক্ষাৎকার

নক্ষত্রের কাছে - ১ ডালিয়া নিলুফার

ক্ষুদ্র দেশ। তবু সূর্য্যের মত। অত্যশ্চর্য্যভাবে যার আলো ছড়িয়ে গেছে পৃথিবীর কোনায় কোনায়। আর যাদের আলোয় এই দেশ আলোকিত, এই লেখা তাদের নিয়ে।

সাংবাদিকের একটা অন্যরকম সাহস থাকে। সেই সাহসই তার শক্তি। যা তাকে নিয়ে যায় অনেকদূর। সময়ে পুরো একটি জাতিকে এবং দেশকে পৃথিবীর কাছে তুলে ধরাও তারপক্ষে অসম্ভবপর হয়না। আর দেশকে সম্মানিত করার এই অসামান্য অবদানের জন্য স্বাভাবিকভাবেই এই গুনীজনের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা বোধ করি। এ তার যোগ্য পাওনা। এবছর ইউনেস্কো গিজেরমো কানো ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রীডম প্রাইজ এর জুরি প্যানেলের সদস্য মনোনিত হয়ে দেশকে সেই সম্মানই দান করেছেন এদেশের অন্যতম মেধাবী সাংবাদিক **মনজুরুল আহসান বুলবুল**। যে আনন্দে সামিল হয়েছে বাংলাদেশের **১৬** কোটি মানুষ। কোন বাংলাদেশী সাংবাদিক এই প্রথম এর সদস্যপদ লাভ করলেন।

আমি ক্ষুদ্র জন। তবু পেশাগত কারনে একবার এই মেধাবী মানুষটির সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। সামান্য প্রশ্নের অসামান্য উত্তর। তার কিছুটা পাঠকের জন্যে দিলাম।

প্রশ্ন ছিল - দ্রব্যমূল্য, যানজট, রাজনীতি, খুনোখুনি- সব নিয়ে ভয়াবহ এক নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এদেশের মানুষের জীবন। এই অবস্থার হাত থেকে কে আমাদের উদ্ধার করতে পারবে বলে মনে হয়, একজন সুদক্ষ রাজনীতবিদ নাকি একজন হৃদয়বান মানুষ?

খুব ধীরস্থিরভাবে জানালেন, "আমাদের আসলে দুটোই দরকার। দক্ষ রাজনীতিবিদ এবং হৃদয়বান মানুষ। যদি তা একসাথে পাওয়া যায় তবে বলতে হবে, আমরা ভাগ্যবান। মানুষের সব কাজতো আর মাথা দিয়ে হয়না। সেখানে মানবিকতার প্রয়োজনও অনেক। তবে এদেশের রাজনীতিতে একসময় হৃদয়বান মানুষের সংখ্যাও কম ছিলনা। সুকান্ত, নজরুল, শেরে বাংলা, ভসানী, যারা আমাদের রাজনীতিকে বহুভাবে প্রভাবিত করেছেন। কিন্তু এখন রাজনীতি চলে গেছে ক্ষমতা এবং টাকার হাতে । নির্বাচনের শুরু থেকে জয়লাভ পর্যন্ত সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়। রাজনীতির মধ্যে ঢুকে গেছে ব্যাবসায়িক একটা ব্যাপারও। ফলে রাজনীতির মূল আদর্শ থেকে দিন দিন আমরা সরে যাচ্ছি। তবে মানুষকে দিয়েই যখন সবকিছু তখন মানবিক রাজনীতির প্রয়োজন আজকে আমাদের জন্য সবচে বেশী বলেই মনে করি।"

আগের প্রশ্নের রেশ ধরেই জানতে চাইলাম - আমাদের দেশে বুদ্ধিজীবিরা রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি জড়িত নন, হলে কি দেশের শ্রী আরও ফিরে আসত না? মানুষ কি আরও বেশী উপকৃত হতোনা?

বললেন "আমাদের মধ্যে বুদ্ধিজীবি বলে যারা আছেন তাদের আসলে আমরা সুশীল সমাজ বলেই জানি।দেশ নিয়ে যারা ভাবেন,চিন্তা করেন। এবং উদ্বিগ্ন থাকেন। তারা প্রত্যক্ষ নাহলেও পরোক্ষভাবে

কিছুটা জড়িত আছেন। রাজনীতিতে তাদের প্রভাবও থাকে। তবে আমি নিশ্চিত যে রাজনীতিতে সরাসরি অংশ নিয়ে তারা এদেশের হাল ফেরাতে পারেন। উদ্বিগ্ন থাকলাম অথচ নির্লিপ্তও থাকলাম সেটা কোন কাজের কথা হবেনা। সমাধানের দিকেও যেতে হবে । দেশের সুশীল সমাজ বরাবরই এদেশের মানুষকে আলো দেখিয়েছে। তাদের পরামর্শ আমাদের সুপথ দেখিয়েছে। দলবৃত্তির বাইরে থেকেও তার তাদের চিন্তাশীলতাকে কাজে লাগাতে পারেন। আমরাও আশা করি এমন কিছু মানুষের যারা গতানুগতিক রাজনীতির বাইরে থেকে, ক্ষমতায় প্রভাবিত না হয়ে এদেশের মানুষের ভালোমন্দ নিয়ে ভাববেন এবং তাকে কাজে রূপ দেবেন। দেশের বুদ্ধিজীবিদের উপর সাধারন মানুষের আস্থা এখনও আনেক বেশী। তারা অনেক বেশী বিশ্বাসযোগ্য। সেক্ষেত্রে দেশের মানুষ তাদের পাশে এদের দেখতে চাইবে। শুধু রাজনীতির জন্য যারা রাজনীতি করেন তাদের বাদ দিয়েও এইসব যোগ্য লোকের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

প্রসঙ্গ পাল্টাই।

প্রশ্নঃ এখনকার নাটক, সিনেমা এমনকি বিজ্ঞাপনগুলিতে বাংলা ভাষার একটা যথেচ্ছ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আপনার কি মনে হয়না, গনমাধ্যম একে একটু বেশী প্রশ্রয় দিয়ে ফেলছে?

পরিস্কার আপোষহীন গলায় জানিয়ে দিলেন- "বাংলাভাষাকে অনর্থক অমার্জিত ঢঙ্গে পরিবেশনের কোন সুযোগ নেই। থাকা উচিতও নয়। কেননা সব ভাষারই একটা আলাদা শ্রী আছে। মর্যাদা আছে। কাহীনির স্বার্থে যদি তাকে অন্যভাবে ব্যাবহারও করতে হয় তবে সেখানে মুন্সীয়ানার পরিচয় দিতে হবে। সতর্ক থাকাটাও জরুরী। যাতে বিশেষ কোন শ্রেনী বা গোষ্ঠী এতে বিভ্রান্ত না হয়। আমাদের মধ্যে এর কোন নেতিবাচক প্রভাব যাতে না পড়ে। কারন গনমাধ্যম যা করে সেটা সমাজের সব ধরনের দর্শক শ্রোতার কথা ভেবেই করে। যেহেতু প্রমিত ভাষার গ্রহনযোগ্যতা আমাদের সবার কাছে আছে তাই সোজা কথায় প্রমিত ভাষা ব্যাবহার করাটাই উচিত। নাহলে তার দায় গনমাধ্যমের উপর এসে পড়বে। এছাড়া, আমাদের সমাজে বাংলাকে ইংরেজী ভাষার মত করে বলার একটা প্রবনতাও আছে। এতে করে যা হয় বাংলা এবং ইংরেজী দুটোরই সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই বাংলা কিংবা ইংরেজী যে ভাষাই হোক তাকে তার মত করেই বলা উচিত। সেইসাথে প্রকাশ ভঙ্গীটাও একটা ব্যাপার। যেহেতু মানুষ কি ভাবছে, কি চিন্তা করছে তা তার ভাষার মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায়। সেক্ষেত্রে মিডিয়ার দায়িত্ব আনেকখানি।। কারন মিডিয়া হচ্ছে সেই আয়না যা দিয়ে দেখা যায় আমরা আসলে কোন দিকে যাচ্ছি।

প্রশ্ন ছিল -"এখনকার বিজ্ঞাপনগুলি মানুষকে কতখানি মিসগাইড করছে?"

সোজাসুজি এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন এভাবে, "বিজ্ঞাপনের মূল লক্ষ্যই যেখানে বানিজ্য এবং ক্রেতার সংখ্যা বাড়ানো, বিক্রি বাড়ানো সেখানে স্বাভাবিকভাবেই সত্য মিথ্যার একটা ব্যাপার থাকেই। ক্রেতার বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে যা যা বলা দরকার বিজ্ঞাপনগুলিতে তাই বলা হয়। পুজিবাদী অর্থনীতির চরিত্রই তাই। কাজেই মিসগাইড হবার সুযোগ তো আছেই। এটা হলো এর বানিজ্যিক দিক। তবে নৈতিকতার কথা যদি বলি তাহলে দেখা যাবে এখানে প্রতারনার একটা ব্যাপারও থাকে। রং ফর্সা করা ক্রীম বা চুল লম্বা হওয়া তেলের বিজ্ঞাপনগুলি দেখলেই আমরা সেটা পরিস্কার বুতে পারি। বিদেশের বিজ্ঞাপনগুলিতে যেমন মডেল বা পন্যের ক্ষেত্রে 'পেইড' কথাটা লেখা থাকে, সেই পন্য কেনা না কেনা তখন ক্রেতার নিজ দায়িত্ব। কিন্তু আমাদের এখানে সেটা থাকেনা। ফলে প্রতারিত হবার সুযোগটাও বেশী। এখানে, পূঁজিবাজার অর্থনীতিতে নুন্যতম নৈতিকতার স্থান নেই। "

কথার ফাঁকে প্রসঙ্গ আবারো ঘুরে গেল। বলছিলাম - আমরা প্রায়ই শুনি নারী স্বাধীনতার কথা। এদেশের মেয়েরা কি সত্যি স্বাধীন? হলে কতটা?

সাবলীলভাবেই বললেন "আসলে নারীকে মানুষ হিসেবে গ্রহন করার মধ্যেই রয়েছে তার স্বাধীনতার স্বীকৃতি। সেই মর্যাদাটা দিতে পারলেই বোঝা যাবে তারা আসলে কতটা স্বাধীন।তবে মেয়েদের স্বাধীনতার ব্যাপারটা আসলে পরিবার থেকেই শুরু হয়। মেয়েরা নিজেদের পরিবারে স্বাধীন থাকলে তারা বাইরেও স্বাধীন থাকে। মেয়েরা এই সমাজকে শিখিয়েছে বহুকিছু। গ্রহন করতেও। কাজকর্ম, আচার আচরন, পেশা প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের অগ্রগতিটা এখন চোখে পড়ার মত । শহরের তুলনায় গ্রামে হয়ত এখনও এতটা নয় তবে সার্বিক অর্থে মেয়েরা স্বাধীন হয়েছে। এগিয়েছে। তারা কোনভাবেই আর পিছিয়ে নেই। । দেশের সংস্কৃতি , রাজনীতি কিংবা সামাজিক কাজকর্মে এমনকি বিজ্ঞানেও তাদের দক্ষতা দেখার মত। আর মেয়েদের অবস্থান বলতে গেলে মেয়েরা নিজেরাই নিশ্চিত করেছে। এই স্বাধীনতা তাদের নিজেদেরই অর্জন। তবে সেই সাথে আমাদের সমাজও আগের চেয়ে অনেকখানি সহনশীল।অস্বীকার করা যাবেনা, এদেশের ভালোমন্দে, অগ্রগতিতে মেয়েদের অবদান আগেও ছিল, এখনও আছে। নারীর উন্নতি ছাড়া , উপস্থিতি ছাড়া সমাজের পরিপূর্নতা কোথায়?

প্রশ্নঃ এবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমর আপনার একটি স্বপ্নের কথা জেনেছিলাম .....

"খুবই ইচ্ছে আছে আমাদের দেশে কেবল মাত্র মেয়েদের জন্যে একটি দৈনিক পত্রিকা করার। যেখানে তারা তাদের চিন্তাভাবনাকে, মতামতকে তুলে ধরবে। সমাজ নিয়ে তারা কি ভাবে বা কিভাবে সমাজকে দেখতে চায় সেই বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলবে। সম্পূর্ন নিজেদের মত করে যেটা তারা চালাবে এবং যেখানে কাজও করবে কেবল মেয়েরাই ।সম্পাদনা থেকে শুরু করে একেবারে পত্রিকা বিলি করা পর্যন্ত। সকাল থেকে বিকেল অব্দি। রাতে কোন কাজ হবেনা। মেয়েরা সেখানে পুরোপুরি স্বাধীনভাবেই কাজ করবে এবং সেটা হবে তাদেরই রাজত্ব।'বলতে বলতেই হেসে ফেললেন, সেই অমায়িক হাসি। আরও বললেন - "আমার মেয়ে যখন সাংবাদিক হওয়ার ইচ্ছের কথা জানিয়েছে তখন থেকেই আসলে আমার মধ্যে এই স্বপ্ন তৈরী হয়েছে।"

প্রিয় পাঠক, সাধারনত বাবামায়ের স্বপ্ন সন্তানের মধ্যে দিয়েই সত্যি হয়। কখনও কখনও এর উল্টোটাও কি হয়না? আর এই স্বপ্নের কথা যারা জেনেছেন তারাও নিশ্চই স্বপ্ন দেখছেন এমন একটা দিনের। নয় কেন? স্বপ্নের মত এমন ছোঁয়াচে আর কি আছে?

যাহোক, সামান্য সময়ের মধ্যে একজন গুনী মানুষের কাছ থেকে সব জেনে নেয়া সম্ভব হয়না। হয়ওনি। তবে যোগ্য জায়গায় যোগ্য মানুষকে দেখতে পাওয়ার আনন্দ অন্যরকম। যা আমাদের মধ্যে নি:সন্দেহে একধরনের ভরসাও জাগায়। আমরা বিশ্বাস করি এই মূল্যায়ন, এই সম্মান বাংলাদেশের সমস্ত সাংবাদিকের জন্যে এক বড় প্রেরনাও। দেশ এবং দেশের বাইরের সমস্ত বাঙ্গালীর পক্ষ থেকে এই সম্মানিত জনকে জানাই আমাদের প্রানপূর্ন অভিনন্দন এবং ভালোবাসা।